Government of West Bengal
Department of Panchayats & Rural Development
Joint Administrative Building (6th to 10th Floors), HC-7, Sector-III
Bidhannagar, Kolkata-700106

No.249/SS/DD/(21)/STARPARD/III-3(IP)/1/Part-1 **Dated: 25.07.2019**

From: Dibyendu Das
Special Secretary to the Govt. of West Bengal

To: The District Magistrate,
Alipurduar / Cooch Behar / Jalpaiguri / Darjeeling (for Siliguri Mahakuma Parishad area) Uttar Dinajpur / Dakshin Dinajpur / Malda / Murshidabad / Birbhum / Nadia / Purulia / Bankura / Paschim Medinipur / Purba Medinipur / Jhargram / Purba Bardhaman / Paschim Bardhaman / Howrah / Hooghly / North 24-Parganas / South 24-Parganas

Sub: Initiation of the process for participatory planning at Gram Panchayat level and preparation of Gram Panchayat Development Plan (GPDP) for the year 2020-21.

Madam/Sir,

As you are aware that the 14th Finance Commission and the Ministry of Panchayati Raj, Government of India have made it mandatory for each and every Gram Panchayat across the country to prepare a Gram Panchayat Development Plan (GPDP) following participatory planning process, with focus on economic development and social justice by converging and integrating all major programmes of the Gram Panchayats funded by the State Government and the Central Government and also by utilizing OSR of the Gram Panchayats.

In this connection, it is hereby requested that each and every Gram Panchayat shall start preparing GPDP for the year 2020-21 through participatory process and utilising all the resources available at Gram Panchayat as per the guideline attached as annexure-1.

Following necessary steps to be taken by all the districts for effective implementation of the process of preparing integrated GPDP through participatory mode.

1. One day district level workshop to be organised by the district administration within 20th August,2019 with the Facilitator-cum-Charge Officers (FCCO), Block Development Officers, Joint BDOs, Pradhans and one employee of the Gram Panchayats, Trainers of STARPARD, Officials of ISGPP-II and Software Support Personnel.

   Operational strategies and activity mapping of GPDP will be discussed in the said workshop under the guidance of the AEO of Zilla Parishad or Additional District Magistrate (Panchayat) and DP&RDO.

   The DP&RDO may please be asked to make necessary arrangement for effective implementation of the workshop. The total cost per participant should not exceeds Rs.1000/-. Expenditure incurred for this purpose will be borne out of the training fund lying in the District.

Scanned by CamScanner

2. Formation / reconstitution of the Gram Panchayat Facilitating Team (GPFT) at Gram Panchayat level will be completed by 31st August,2019. GPFT will be comprised of all the elected members of Gram Panchayat, all employees of Gram Panchayat, other Department's Officers / Officials working at Gram Panchayat Level (like ICDS workers, ASHA, ANM, Health Supervisor, ICDS Supervisors), retired / working school teacher, SHG members, interested local youth, community volunteer, NGO/ CBO representatives operating at GP level, VHSNC member, VLCPC member, etc. They will act as front line taskforce of the GP and facilitate the process of participatory planning at hamlet (para) / Gram Sansad dividing in groups comprising of 4-6 members in each group.

3. Finalization and appointment of the Facilitator-cum-Charge Officer (FCCO) for every Gram Panchayat by 5th August,2019. Facilitator-cum-Charge Officer (FCCO) will be chosen mainly from the Block level Officers who will be in charge of one or two Gram Panchayats to guide, monitor and facilitate the works relating to GPDP at Gram Panchayat level. FCCOs will have significant role in preparing Gram Panchayat Development Plan for the year 2020-21 in relation to Capacity Building & Training of GPFT members, uploading report/photographs in the GPDP Portal.

All attempts need to be taken in your district for successful implementation of the initiative for GPDP in the current year. Further guidelines in this regard will be issued from time to time.

Yours faithfully,

25/07/19

(Dibyendu Das)
Special Secretary to the Government of West Bengal
Panchayats & Rural Development Department

No.249/SS/DD/(70)/1(50)/STARPARD/III-3(IP)/1/Part-1 **Dated: 25.07.2019**

Copy forwarded for information and necessary action to

1. Shri Dibyendu Sarkar, IAS, Secretary, Panchayats & Rural Development Department, Government of West Bengal
2. The Programm Director, ISGPP-II
3. Smt. Nilanjana Dasgupta, Special Secretary, Panchayats & Rural Development Department, Government of West Bengal
4. Smt. Sonali Datta (Ray), Joint Secretary, Panchayats & Rural Development Department, Government of West Bengal
5. Shri Anjan Chakrabarti, Joint Secretary, Panchayats & Rural Development Department, Government of West Bengal
6. The Additional Executive Officer, ZP / SMP .... (All)
7. The Additional District Magistrate, Panchayats ....(All)
8. The District Panchayats & Rural Development Officers,
   Cooch Behar / Alipurduar / Jalpaiguri / Darjeeling (for SMP area) / Uttar Dinajpur / Dakshin Dinajpur / Malda / Murshidabad / Nadia / North 24-Parganas / South 24-Parganas / Howrah / Purba Medinipur / Paschim Medinipur / Jhargram / Bankura / Purulia / Birbhum / Purba Bardhaman / Paschim Bardhaman / Hooghly

Scanned by CamScanner

9. Shri Soumyajit Dutta, OSD Panchayats & Rural Development Department and AO, STARPARD
10. The District Coordinator of ISGPP-II...

(Dibyendu Das)
Special Secretary to the Government of West Bengal
Panchayats & Rural Development Department

Scanned by CamScanner

মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা এবং রূপায়ণ

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিগত দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামের জনসমাজের বিভিন্ন স্তরকে পঞ্চায়েতের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে নেওয়া হয়েছে এবং এই উদ্যোগ এখনও নেওয়া হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এই প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল গ্রাম পঞ্চায়েত। মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা এবং তার সফল রূপায়ণ, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার উজ্জ্বল প্রতিফলন।

১৯৯২-৯৩ সালে সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনের (২৪৩-জি অনুচ্ছেদ) মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ সংশোধন করে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ১৯(১) ধারা অনুযায়ী গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১৬ক ও ১৬খ ধারা মোতাবেক গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভাকে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই আইনের ৪৮ ও ৪৯ ধারা বলে গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট রচনার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

বিগত দিনগুলিতে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যাতে পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের কাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ সুনিবিড়ভাবে এবং বেশি সংখ্যায় যুক্ত হতে পারেন। সামগ্রিকভাবে রাজ্যের সবকটি পঞ্চায়েতকে এই প্রক্রিয়ার সাথে সফলভাবে অংশগ্রহণের কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ বা বাধ্যবাধকতা সেভাবে ছিল না। ফলতঃ পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচনার কাজটিকে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে রূপায়ণের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

এই প্রয়োজনকে মাথায় রেখে চতুর্দশ অর্থ কমিশন সুপারিশ করে যে প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজ এলাকার উন্নয়নের লক্ষে একটি বার্ষিক সমন্বিত অখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করবে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক ও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহভাগী প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করতে হবে। সহভাগী প্রক্রিয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচ্য হল।

২০১৫-১৬ সাল থেকে সারা দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার কাজটি সফলভাবে হয়ে আসছে। ২০১৭-১৮ আর্থিক বৎসরে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করেছে।

এই মুহূর্তে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজ হল ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের পরিকল্পনা রূপায়ণ ও ২০২০-২১ আর্থিক বছরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করা। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে রাজ্যস্তরে একটি সভা এবং একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ওই সভাগুলিতে রাজ্যের সব জেলাগুলির সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। জেলাতে এই

কাজটিতে নেতৃত্ব দেবেন অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ / অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত)। জেলায় এই কাজটির সফল রূপায়ণের জন্য জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক 'নোডাল অফিসার' – এর দায়িত্বে থাকবেন। এছাড়াও জেলা পরিষদের সচিব, সহ-সচিব, অতিরিক্ত সহ-সচিব, ISGPP-এর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, জেলা পঞ্চায়েত ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সঞ্চালক ও তাদের সহকারীবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে কাজটিতে যুক্ত থাকবেন।

ব্লকস্তরে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বে ও যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও তত্বাবধানে এই পরিকল্পনা রচনার কাজটি করতে হবে।

ব্লকস্তরে 'এক্সটেনশন অফিসার' বা 'সম্প্রসারণ আধিকারিক', ব্লকস্তরের অন্যান্য বিভাগের আধিকারিক অথবা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক-এর দপ্তরের উচ্চস্তরের দক্ষ কর্মচারীরা এফ.সি.সি.ও. (Facilitator cum Charge Officer / FCCO) হিসেবে কাজ করবেন এবং একটি বা প্রয়োজন হলে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে থাকবেন। এঁদের কাজ হবে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, হাতে-কলমে সাহায্য করা, নির্দেশ দেওয়া এবং কাজটির সফল রূপায়ণের জন্য তত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করা।

গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে পরিকল্পনা রচনার মূল দায়িত্ব প্রধান, উপ-প্রধান সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক ও সচিবের উপর ন্যাস্ত থাকবে। এ কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সকল কর্মচারীগণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে সর্বতভাবে সাহায্য করবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬০ থেকে ৭০ জনের একটি দল নিয়ে Gram Panchayat Facilitating Team(GPFT) বা গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক দল গঠন বা পূর্ণ গঠন করতে হবে। এই দলের নেতৃত্ব দেবেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। এই দলে থাকবেন সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি, সমস্ত কর্মচারী, এলাকার স্বনির্ভর দলের উদ্যমী ও উৎসাহী মহিলাগণ, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী উদ্যমী অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীগণ। এছাড়াও এলাকায় বসবাসকারী অন্যান্য যে কোনো ব্যক্তি বা স্বেচ্ছাসেবক যাকে গ্রাম পঞ্চায়েত এই কাজে GPFTতে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে তাঁকে এই দলে যুক্ত করতে পারবেন।

FCCO এবং GPFT-র সদস্য নিযুক্ত করার কাজটি সম্পন্ন করে সকলকে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার মূল প্রক্রিয়াগুলি শুরু করতে হবে। এই প্রক্রিয়াগুলি বিশদভাবে আলোচনা করে নেওয়া দরকার এবং সেগুলি হল নিম্নরূপ :-

১) জেলাভিত্তিক কর্মশালা :- প্রতিটি জেলাকে আগামী অগাস্ট মাসের মধ্যে এই কর্মশালাটি সম্পন্ন করতে হবে। এই সভায় উপস্থিতি থাকবেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ), জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিকগন এবং জেলার সমস্ত ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, FCCO-র দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকগণ এবং সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ উপ-প্রধান ও কার্য্যনির্বাহী সহায়ক অথবা সচিব।

এই সভার উদ্দেশ্য হবে ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিগণের সাথে GPDP-রচনার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য নির্মাণ এবং পরিকল্পনা রচনার সাথে যুক্ত প্রক্রিয়াগুলির বিষয়ে বিশদে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করা।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সভা :- ইতিমধ্যে GPFT গঠন হয়ে গেলে GPFT-র সকল সদস্যদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি সভার আয়োজন করতে হবে। এই সভায় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত FCCO উপস্থিত থাকবেন। সভায় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অথবা যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের যে কোনো একজন উপস্থিত থাকলে প্রথম সভাটি যথাযোগ্য মর্যাদাপূর্ন হয়ে উঠতে পারে। প্রথম সভার পরে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই ধরনের সভা একাধিক করা যেতে পারে। সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে –

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার আইনগত বাধ্যবাধকতার কথা এবং পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা।

খ) গ্রাম সংসদ ও পাড়াস্তরে জনসাধারণের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা রচনার জন্য পরিবেশ রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করা।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য সম্পদ চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা।

ঘ) সাতটি ক্ষেত্র ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও হাল নাগাদের বিষয়ে আলোচনা করা।

ঙ) পাড়া বৈঠক ও গ্রাম সংসদ সভার অনুসূচি তৈরি করা।

চ) জনসাধারণের অংশগ্রহণে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম পদ্ধতি তৈরি করা।

ছ) GPFT-র সদস্যদের মধ্যে থেকে গ্রাম সংসদ ভিত্তিক ছোট দল তৈরি করা।

৩) পাড়া বৈঠক :- GPFT-এর সদস্যদের নিয়ে গ্রাম সংসদ ভিত্তিক ছোট ছোট দল তৈরি করতে হবে। এক একটি দলে ৫ থেকে ৭ জন GPFT সদস্য থাকবেন। এরা নির্দিষ্ট দিনে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উপস্থিত হয়ে এলাকার জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য বৈঠক করবেন। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত পাড়া বৈঠকে এলাকার সব থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষটির অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবেন। পাড়া বৈঠকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মূলতঃ যে কাজগুলি করতে হবে তা হল –

ক) এলাকার স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্র অংকন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ – এই দুই প্রকার সম্পদের বিরবণ উক্ত মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) সাতক্ষেত্র ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ অথবা হালনাগাদ করা।

গ) এলাকার প্রয়োজন, যেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন সেগুলি চিহ্নিত করে নথিভুক্ত করা।

এই বৈঠকগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন কর্মচারী অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন যার হেফাজতে উপরোক্ত নথিগুলি থাকবে।

৪) গ্রাম সংসদ সভা ও গ্রাম সভার সভা :- জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার মূল চালিকাশক্তি হলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক দল বা GPFT-র সদস্যগণ। গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক দল গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বসে পাড়া বৈঠক থেকে সংগৃহিত তথ্যগুলি সংকলন করবে, সংকলিত তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সমস্যা, সম্পদ ও সম্ভাবনা নির্ধারণ করবে এবং অগ্রাধিকার নিরূপণ করবে। এর উপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিটি উপ-সমিতির সভা করে একটি উপ-সমিতি ভিত্তিক খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করবে এবং এর উপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি হবে। এই খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেটটি গ্রাম সংসদ সভায় এবং গ্রাম সভার সভায় পেশ করে জনসাধারণের মতামত নেবে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন অথবা পরিমার্জন করবে।

৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা :- খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনাটি সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন হওয়ার পরে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে।

৬) জন তথ্য ফলক :- চূড়ান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর সেটি পঞ্চায়েত সমিতিতে / সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক – এর দপ্তরে, জেলায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক এবং জেলা পরিষদে পাঠানো প্রয়োজন।

চূড়ান্ত পরিকল্পনাটির বিশেষ বিশেষ অংশ অথবা সারাংশ, গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের নিকটবর্তী কোনো স্থানে, একটি ১০ ফুট x ২০ ফুট মাপের জন তথ্য ফলক (Public Information Board) তৈরি করে যেখানে লিখে রাখতে হবে। এই জন তথ্য ফলকটি স্থায়ী প্রকৃতির হবে এবং এর উপর প্রতিফলিত তথ্যের বিষয়টি সময়ানুসারে পরিবর্তণযোগ্য হয় এমন ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ :- ভারত সরকারের পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রক একটি GPDP Portal চালু করেছেন। এই Portal-এর মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার প্রতিটি প্রক্রিয়া সম্পাদনের প্রমাণ হিসেবে ছবি, নির্দেশাবলী, সিদ্ধান্তের নথী পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটানো যাবে।

এই Portal-টি শুধুমাত্র রাজ্য / জেলা / ব্লক স্তরের আধিকারিকগণের মোবাইল নাম্বার GPDP Portal-এ নথীভুক্ত করা হবে সেই সকল ব্যক্তিই ব্যবহার করতে পারবেন।

জেলাস্তরে DPRDO, ব্লকস্তরে BDO, Joint BDO এবং FCCO হিসেবে যে সকল Extension Officer বা অনান্য আধিকারিক কাজ করছেন সে সকল ব্যক্তিগণই GPDP Portal-এ নিজেদের নাম নথীকরণ করতে পারবেন।

৮) প্ল্যান প্লাস (Plan Plus) :- এইভাবে জন সাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদন হলে উক্ত পরিকল্পনার তথ্যাবলী প্ল্যান প্লাস নামক সফট্ওয়্যার-এর নথিভুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রকের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো কর্মচারী যিনি কম্প্যুটার চালনায় দক্ষ তাকে এই দায়িত্ব দিতে হবে। ব্লকস্তর থেকে BIO বা ব্লক ইনফরমেটিক্স অফিসার-এর তত্বাবধানে কাজটিকে সফলভাবে সমাপ্ত করতে হবে।

৯) অন্যান্য :- রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্মেলনে ভারত সহ ১৯৩টি দেশ একত্রিত হয়ে ১৭টি স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি (Sustainable Development Goals) পূরণ করার অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল – দারিদ্র দূরীকরণ; সকলের জন্য খাদ্য নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নয়ন, উন্নতমানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশের সুরক্ষা ইত্যাদি।

মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির (Sustainable Development Goals) সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা এবং পরিকল্পনা নথিতে সেগুলির প্রতিফলন ঘটানো।

গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগের প্রয়োজনে যে অর্থের দরকার হবে তা চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রাপ্য অর্থের ১০ শতাংশ কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত অর্থের তহবিল (Performance Grant) থেকে খরচ করা যেতে পারে।

এছাড়াও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে এই বাবদ কিছু অর্থ দেওয়া হবে যা GPDP রচনার সময় ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০) গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য আর্থিক সম্পদের উৎসগুলি হল –

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংগৃহিত নিজস্ব তহবিল (কর ও অকর বাবদ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়)।

- কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের বরাদ্দীকৃত তহবিল।
- রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দীকৃত তহবিল।
- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তা।
- গ্রামবাসীদের অবদান।
- অন্যান্য তহবিল।

১১) উৎকৃষ্ট মানের গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা মূল্যায়নের মান দন্ড গুলি হল –

সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে এবং আলাপ আলচনার মাধ্যমে পরিক্লনা রচনা ক্রতে হবে –পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, গ্রাম সংসদ সভা, গ্রাম সভা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিকল্পনা রচনার তথ্য প্রমাণ নথিতে থাকতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে পরিকল্পনা রচনার তথ্য-প্রমাণ নথিতে থাকতে হবে (যেমন বার্ষিক ও অর্ধ বার্ষিক গ্রাম সংসদ সভা, গ্রাম সভা, সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সভা, অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমতির সভা, গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও বিশেষ সভা ইত্যাদির তারিখ নথিতে উল্লেখ থাকতে হবে)।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যের উপর ভিতই করে এলাকার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিচার করে, বিগত বছরে না হওয়া কাজগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করে এই বছরের কাজগুলি স্থির করতে হবে (নথিতে তথ্য-প্রমাণ থাকতে হবে)।

পরিকল্পনা রচনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার তথ্য-প্রমাণ নথিতে থাকতে হবে (যেমন প্রত্যেক সদস্যের নাম দিয়ে বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি, লিফলেট বিলি, দেওয়াল লিখন, প্রচার ইত্যাদি)।

- গুণগত মান বাড়াতে পরিকল্পনার যে বিষয়গুলি লক্ষ রাখতে হবে –
- স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কর্মসূচি নিরূপণ।
- কম খরচের কাজ ও বিনা খরচের কাজের অর্ন্তভূক্তি।
- কম প্রযুক্তির কাজ ও বিনা প্রযুক্তির কাজের অর্ন্তভূক্তি।
- সামাজিক ক্ষেত্রগুলির উপর দিয়ে কর্মসূচি নিরূপণ যেমন – পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি নিরূপণ।
- মানব উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুদের পুষ্টি, জীবিকা প্রসার ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি নিরূপণ।
- বিভিন্ন কর্মসূচি, সম্পদ ও উদ্যোগের মেলবন্ধনের প্রতিফলন নথিতে থাকতে হবে।

- পরিকল্পনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের সাক্ষ্য প্রমাণ থাকতে হবে।
- নিজস্ব আয় থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ গ্রহণ করতে হবে।
- আগামী দিনে নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এমন কাজ পরিকল্পনায় নির্বাচন করতে হবে।

পরিকল্পনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের অর্ন্তভূক্তি যেমন পরিবেশ রক্ষা, জীব বৈচিত্র্য, নারী ও শিশু পাচার রোধ করা, শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচার, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যবিধান, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো ইত্যাদি বিষয়ের উপ্র গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিকল্পনা নথিতে উপসমিতি ভিত্তিক রূপরেখা সহ আরো যে বিষয়গুলি প্রতিফলিত হওয়া জরুরি তা হল – পরিকল্পনার অভিমুখ এবং দিশা, প্রস্তুতি পর্ব এবং পাড়া বৈঠকের সংক্ষিপ্ত বিবরন, তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ, স্থানীয় এলাকার প্রয়োজনগুলির অগ্রাধিকার নিরূপনের বিশদ আলোচনা এবং সংকলিত মানচিত্র ও মানুষের অংশগ্রহণের প্রমান স্বরূপ কিছু আলোকচিত্র।

পরিকল্পনার নথিটি যথাযথ প্রস্তুত করতে নথিটিকে মূলত চারটি অধ্যায়ে ভাগ করতে হবে। প্রথম অধ্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্ধে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উন্নয়নের প্রেক্ষিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা, সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্যা, সম্পদের বিবরণ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি থাকবে। তৃতীয় অধ্যায়ে উপ-সমিতি পরিকল্পনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতপরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দের বিবরণের পাশাপাশি স্থিতিশীল উন্নয়নের কোন কোন লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়টিরও উল্লেখ থাকবে। চতুর্থ অধ্যায়ে অন্যান্য তথ্য, মানচিত্র, ছবি, বিভিন্ন কর্মশালা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় নেওয়া সিধান্তগুলির অনুলিপি, পরিকল্পনার তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের প্রমাণ ইত্যাদি থাকবে।

১২) কর্মসূচি নিরূপণ করার সময় গ্রাম পঞ্চায়েতকে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে -

- সব কয়টি ক্ষেত্রকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া।
- স্থানীয়ভাবে অর্থনৈতিক / সামাজিক / লিঙ্গবৈষম্য সহ অন্যান্যবৈষম্য দূর করার জন্য কর্মসূচি নেওয়া
- এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য উদ্যোগ নেওয়া।
- প্রাকৃতিক সম্পদ সহ অন্যান্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন বিশেষ করে মানব উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জীবিকা প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া।
- পরিকাঠামর জন্য এমনভাবে কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন যাতে তা রূপায়ণ করার ফলে সেই এলাকার পরিবেশের উপর কোনও বিরূপ প্রভাব না পড়ে।
- স্থানীয় জীবসম্পদের সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া, এলাকার জীববৈচিত্র রক্ষা এবং পরিবেশ-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া।
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের যুক্ত করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টির মান উন্নত করা এবং শিশুদের আন্দদায়ক পরিবেশে পড়াশুনার জন্য উদ্যোগ নিয়ে শিশু-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলা।

পরিশেষে জেলার সংশ্লিষ্ট সকলের উপরোক্ত পরামর্শগুলি মেনে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার কাজটিকে সফল করার জন্য পরিকল্পনা রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।